

## বোতসোয়ানায় এক ভয়ঙ্কর দানব

### কাজী জহিরুল ইসলাম

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করে যে বিষয়টি আমি সবচেয়ে বেশী উপভোগ করি তা হলো, বহুজাতিক নারী-পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার এক দারুণ সুযোগ মেলে এখানে। আমারতো মনে হয় পৃথিবীর খুব কম দেশ আছে, যে দেশের মানুষের সাথে আমার আন্তর্ক্রিয়া হয়নি। এতে করে নানান দেশের মানুষের আচার-আচরণ, ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়।



পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যেসব দেশের মানুষের যৌনচর্চার ধরণ শুনলে আঁতকে উঠতে হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার একটি দেশ বোতসোয়ানা। ১৯৬৬ সালে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। দীর্ঘদিন বৃটিশ উপনিবেশ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এখানে ফিরিজি শিকারীরা আসে প্রথম। এরপর আসে মিশনারীরা। প্রায় সত্তুর বছর ধরে দেশটিকে শাসন করেন ইংরেজরা। এই সময়ে বোতসোয়ানার মানুষ ইংরেজদের ধর্ম, আদব-কায়দা, সংস্কৃতি অনেকটাই আয়ত্ত্ব করে নিয়েছে। তবে অবাধ যৌনচর্চা এবং বহুগামীতা এখনো সে দেশের সংস্কৃতিরই একটা অংশ। ‘তুমি হয়ত শুনে অবাক হবে। এই যে আমি মিশনে কাজ করতে এসেছি। দেশে আমার বউ আছে, দুটি সন্তান আছে। যতদিন আমি বিদেশে থাকবো আমার ভাই আমার দায়িত্ব পালন করবে।’ চার্লস তাহলার এ কথা শুনে আমি অবাক হইনি। ভাইয়ের অবর্তমানে ভাই দায়িত্ব পালন করবে এটাই স্বাভাবিক। এটাতো আমাদেরও কালচার। বিষয়টা আসলে এরকম না। আমি যখন ওর একথা শুনে তেমন অবাক হইনি তখন ও আসল কথাটা খুলে বললো। আসলে ওর ভাই ওর স্ত্রীর ভারপ্রাপ্ত স্বামী হিসাবে ষোলআনা দায়িত্ব পালন করবে। ভাইয়ের অবর্তমানে ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে শোয়া ওদের সংস্কৃতিরই একটা অংশ। ও যখন আবার দেশে ফেরত যাবে, তখন তাহলা তার স্ত্রীকে ঠিক আগের মতোই স্ত্রী হিসাবে গ্রহন করবে এবং সুখে-শান্তিতে বসবাস করবে।

প্রকৃতপক্ষে বতসোয়ানার মানুষ যৌনচর্চার এই বহুগামী সংস্কৃতি ধারণ করে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারছে না। ওদেরকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে এক ভয়ঙ্কর দানব। এর নাম এইডস। পায়ে পায়ে হাঁটিছে মৃত্যুর ছায়া। অফুরন্ত সম্ভাবনার দেশ বতসোয়ানার আয়তন পাঁচ লক্ষ বিরাশি হাজার বর্গকিলোমিটার। এক সুবিশাল দেশ। চারটা বাংলাদেশের চেয়েও বড়। অথচ এই বিশাল দেশটির লোকসংখ্যা মাত্র সাড়ে ষোল লক্ষ। এর চেয়ে বেশি লোক আমাদের যে কোন একটি বড় শহরেই বাস করে। ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা এর সাত গুণ। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, ২০৫০ সালে বতসোয়ানার লোকসংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়াবে চৌদ্দ লক্ষে। জন্মহারের চেয়ে মৃত্যুহার বেশি হবার কারণে প্রতিবছর ০.০৪ শতাংশ হারে লোক কমে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোক বাস করে তিন জনেরও কম (২.৮ জন)। শহর ও গ্রামে প্রায় সমান সংখ্যক লোক বাস করে অত্যন্ত বিরল বসতির এই দেশটিতে। শহরে ৫১ শতাংশ আর গ্রামে ৪৯ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি লোক বাস করে দেশের রাজধানী শহর গ্যাবর্গ-এ, এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার জন। ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট এবং অন্যান্য চার্চের আনুসারী মিলিয়ে সর্বমোট ৬০ শতাংশ লোক খ্রীস্টান আর ৪০ শতাংশ লোক বিভিন্ন সনাতন ধর্মের অনুসারী। বোতসোয়ানার সবচেয়ে বড় এথনিক গ্রুপটির নাম হলো সোয়ানা, ৭৫ শতাংশ মানুষ সোয়ানা। ৪ শতাংশ লোক কালান্গা, বাসারোয়া এবং গালাগাদি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত আর বাকী ২১ শতাংশ অন্যান্য বিভিন্ন এথনিক গ্রুপে বিভক্ত। বেশিরভাগ মানুষ সেতসোয়ানায় কথা বললেও বোতসোয়ানার দাপ্তরিক ভাষা হলো ইংরেজী।



নারী-পুরুষের গড় আয়ু প্রায় সমান। পুরুষেরা বাঁচে ৩৩.৯ বছর আর নারীর গড় আয়ু হলো ৩৩.৬ বছর। যে দুটি উপাত্ত বিস্মিত করে তা হলো দেশটিতে শিক্ষিতের হার ৮৪ শতাংশ আর মাথাপিছু গড়

জিডিপি ৫ হাজার ৭০ ডলার। মোট জিডিপির পরিমান ৯০০ কোটি ডলার, যার ৩ দশমিক ৮ শতাংশ ব্যয় হয় মাত্র ৯ হাজার ফোর্সের একটি ছোট সেনাবাহিনীর পেছনে। গড়ে প্রতি দশজনের জন্য একটি করে গাড়ি আছে, টেলিফোন আছে প্রতি ১৩ জনের জন্য একটি।

পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মরুভূমি কালাহারি বোতসোয়ানাতেই অবস্থিত। উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমির সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার এই মরুভূমিটির বৈশিষ্ট্যগত বিরাট পার্থক্য রয়েছে। উত্তরের মরুভূমিগুলি খুবই শুষ্ক। কাঁটাগুলি আর খেজুর গাছ ছাড়া আর কোন গাছ জন্মায় না ওখানে। কিন্তু কালাহারিতে বেশ উঁচু-ঘন বৃক্ষের পাশাপাশি নানান প্রজাতির বৃক্ষ-লতাও চোখে পড়ে। যে কারণে এই মরুতে সদর্পে চড়ে বেড়ায় শয়ে শয়ে বাদামি হায়েনা, জিরাফ, সিংহ, চিতা, বন্যকুকুর, নীল বুনোশুয়ারসহ আরো নানান প্রজাতির প্রাণী। কালাহারি শত শত বছর ধরেই শিকারিদের তীর্থ। প্রতিদিন ওয়াল্ড লাইফ ওয়াচাররা দলে দলে ভিড় জমায় কালাহারিতে।

ওয়াইল্ড লাইফ, মাছ, হিরা, কৃষিজ, বনজ ও ভেষজ সম্পদসহ প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদের আধার এই বোতসোয়ানা। অথচ এই সম্পদ যারা ভোগ করবে সেই মানুষ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সিংহ, চিতা কিংবা হায়েনার সাথে যুদ্ধ করে সোয়ানা বীরেরা জিতে গেলেও ভয়াবহ ঘাতক দানব এইডসের আক্রমণের কাছে ধরাশায়ী হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাহলা বত্রিশ বছরের এক টগবগে তরুণ। এইডসের কথা উঠতেই ওর চোখে আতঙ্কের ছায়া। মুখ ফ্যাকাশে। তাহলে কি তাহলাও ওর শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছে এই ভয়ঙ্কর দানবের বীজ?

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

১৪ জুলাই, ২০০৬